তাঁহারা সেই চারিটির মুক্তির মধ্যে একটির প্রতিও ইচ্ছা করেন না; যেহেতু তাঁহারা আমার সেবানন্দে বিভোর থাকেন বলিয়া ঐ মুক্তিসকলের প্রতি সততই তাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যখন তাঁহারা পরমানন্দস্বরূপ মুক্তির প্রতিই আকাঙ্খা করেন না; তখন কালবিনষ্ট পদার্থের প্রতি যে তাঁহাদের আকাঙ্খা জন্মে না—এ বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। এই প্রমাণে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ ভক্তজনে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল। নিত্য-পার্ষদগণে ভক্তির বৃত্তি যথা—

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষা বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছীরিতি॥"

শ্রীব্রহ্মা ৩।১৫।২২ শ্লোকে দেবগণকে কহিলেন—হে দেবগণ! যে স্থানের সরোবরসকলের জল অতি স্বচ্ছ ও অমৃততুল্য স্বাদু এবং তটসকল প্রবালময়, লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্ত্তী নিজবনে উপবেশন করিয়া দাসীগণের সহিত তুলসী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিতেছেন। সেই অর্চ্চন-সময়ে সরোবর-জলে নিজ সুকুঞ্চিত সুন্দর কুন্তলাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মনে করেন—"ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমার মুখ চুম্বন করিতেছেন"—লক্ষ্মীর হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রমাণে নিত্যসিদ্ধা শ্রীলক্ষ্মীরও শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। সকল বর্ষে সকল ভুবনে সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং সেই বর্ষ ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে অষ্ট আবরণ আছে, সেই সকল আবরণেও অবস্থিত জনগণ যে শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত আছেন। ইহা দ্বারা সর্ব্বদেশে শ্রীহরিভক্তির বৃত্তির উদাহরণ বুঝিতে হইবে। এইক্ষণ সর্ব্বকরাণ ভক্তির বৃত্তি দেখা যায়; যথা—

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরেঽবাঙ্মনসা গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥"

আনন্দের সহিত মানস উপচারে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া মহা ভাগ্যবান্ মানবগণ অবাঙ্মনসগোচর সেই শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি প্রমাণে অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনার সংবাদ পাওয়া যায়। এইপ্রকার বচনে নিশ্চয় বহিরিন্দ্রিয় মন ও বচনের দ্বারাও তাঁহার